ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭৬০
আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর, ২০২০

জিবিপি হাসপাতালে দশ বছরের মেয়ের জটিল অস্ত্রোপচার সফল

হাতির দাঁতের আঘাতে গুরুতর জখম ব্যক্তিকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার পর এবার দশ বছরের কন্যার এক অস্বচ্ছল পরিবারের মুখে হাসি ফিরিয়ে দিলেন জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকগণ। জটিল অস্ত্রোপচারের পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে মেয়েটি গত ২১ ডিসেম্বর বাড়িতে ফিরেছে। এই দুরূহ অপারেশনের সাফল্য রাজ্যের চিকিৎসকদের দক্ষতাকে আবারও প্রমাণ করল।

উল্লেখ্য, গোমতী জেলার কিল্লার কাচিগাংয়ের বাসিন্দা দশ বছরের মেয়েটির গত আট মাস ধরে পেট অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যাচ্ছিল। তার খাওয়া দাওয়া কমে যাচ্ছিল এবং ওজন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেয়েটির ডিম্বাশয়ে টিউমার ধরা পরে। সেটা এমন বড় হয়েছিল যে মেয়েটি ঠিকমতো শুতেও পারছিল না। তাকে প্রথমে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড ডঃ বি আর আম্বেদকর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ইকোকার্ডিয়োগ্রাফির জন্য তাকে আইজিএম হাসপাতালের শিশুরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ গোপা চ্যাটার্জির তত্বাবধানে পাঠানো হয়। তাতে হৃৎপিন্ডের ইকো পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হওয়ার পর জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকগণ ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেন। এক ঘন্টার এই জটিল অপারেশন স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জহরলাল বৈদ্যের তত্বাবধানে হয়। অ্যানেস্থেসিওলজিষ্ট ছিলেন ডাঃ অনুপম চক্রবর্তী। এই অপারেশনে ৮ জন চিকিৎসক, নার্স এবং টেকনেশিয়ানগণ যুক্ত ছিলেন। প্রায় সাড়ে দশ কেজির টিউমারটি অস্ত্রোপচার করে বের করা হয়। তারপর দীর্ঘসময় তার চিকিৎসা চলতে থাকে। জিবিপি হাসপাতালে সাম্প্রতিককালে একাধিক জটিল অস্ত্রোপচারে সাফল্য এসেছে। এই অপারেশনটিও জটিল এক অপারেশন ছিল। কারণ, প্রতি এক লক্ষে ২.৬ জনের ঋতুস্রাব শুরুর পূর্বে এ ধরনের টিউমার হয়ে থাকে। দশ বছরের এই মেয়েটিকে সুস্থ করে রাজ্যবাসীকে আবারও গর্বিত করলেন রাজ্যের চিকিৎসকগণ। অস্বচ্ছল এই পরিবারটি চিকিৎসকদের উপর যে ভরসা রেখেছিলেন তা বাস্তবায়িত করলেন রাজ্যের চিকিৎসকগণ।

*****